চিরায়ত

# বিভা

জীবনানন্দ দাশ

বিভা
জীবনানন্দ দাশ
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪৫০ টাকা

Biva a novel by Jibanananda Das
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: August 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 450 RS 450 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-2250-23-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

## জীবনানন্দ দাশ

জন্ম : বরিশাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক (১৯১৫), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ (১৯১৭) সালে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ (১৯২১) ডিগ্রি লাভ। ১৯৩০-এ ঢাকার লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। কিছুকাল বেকার জীবন যাপন। কিছুকাল ব্যবসা করার পর ১৯৩৫-এ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনার চাকরি লাভ। ১৯৪৬ পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যাপনা। অতঃপর কলকাতা গমন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৯২৮), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত উপন্যাস 'মাল্যবান' (১৯৭৩), 'সতীর্থ' (১৯৭৪)। মৃত্যু : কলকাতা, ট্রাম দুর্ঘটনা, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪।

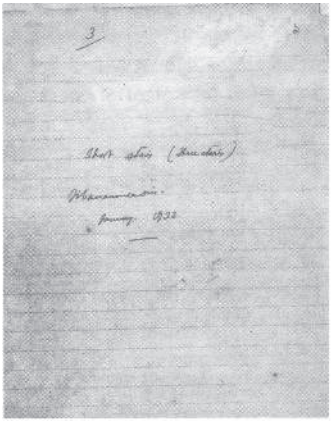


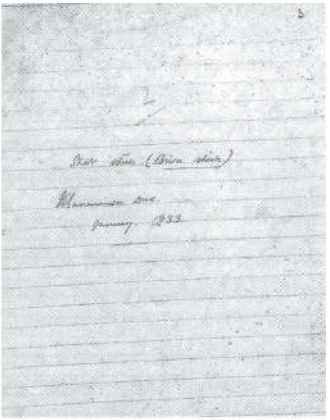


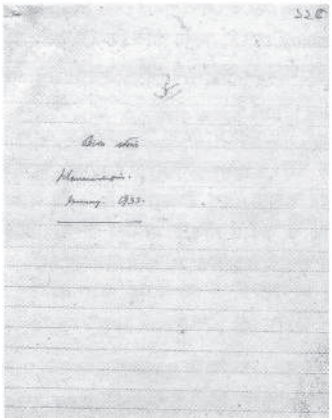


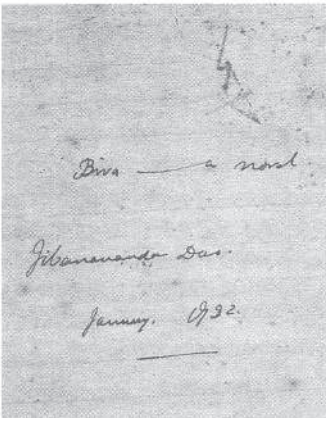


পাণ্ডুলিপির চারটি খাতার নামপত্রের প্রতিলিপি

# বিভা

মেসের দোতলায় ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে আমি থাকি। পুব দিকের জানালা খুল্লে একটা ঐশ্বর্য চোখে এসে পড়ে। রোদ নয়—সূর্যের সোনা নয়—নটকান রঙের মেঘ নয়—এসব কিছুই আমার দেখবার সুবিধা নেই—কারণ পুব দিকে আমার দৃষ্টিকে বাধা দিয়ে একটা সজীব গেরুয়া রঙের চমৎকার তেতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টিটাকে বাধা দেয় বটে, কিন্তু হৃদয়টাকে যেন তুলে ধরে—নব নব সৌন্দর্য ও অনেক বিচিত্র অক্ষুণ্ণতার দিকে; তাকিয়ে দেখি আমার জানালার থেকে বড়জোর আট-দশ হাত দূরে মেয়েটি তার মস্ত বড় শৌখিন কামরায় একটা কুশনে বসে এলবামের পাতা ওল্টাচ্ছে হয়তো—কিম্বা সোফায় ঠেস দিয়ে ভারি চিত্তাকর্ষক মলাটের একখানা ইংরেজি বই পড়ছে—কিংবা গদিওয়ালা চেয়ারে বসে মেহগিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে লিখছে; কিম্বা দু-একটি যুবক আসে—তাদের সঙ্গে কথাবার্তা; কিম্বা মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে হাসিতামাসা ইয়ার্কি। মেয়েটির বাবা আসেন মাঝে মাঝে—বুড়ো—বেশ বিলাসী মানুষ—সাদা দাড়ি কায়দাদুরস্তভাবে ছাঁটা, চোখে পাঁশনে, মুখে কপালে কেমন একটা প্রতিভার উদ্দীপনা যেন; ফরাসি রাজনীতিবিদদের কথা মনে পড়ে—। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলেন; চারদিকে তাকান; তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে যান আবার।

মেয়েটির মা আসেন—মোটা, মাথার চুল অনেকগুলো পেকে গেছে; চেহারায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই; ভালো খান, ভালো পরেন, ভালো

থাকেন—হয়তো শুভ চিন্তা করেন; এইসবেরই একটা তৃপ্তি চোখে মুখে লেগে আছে তার। খুব মস্ত বড় গদিওয়ালা একটা চেয়ার। বেশ প্রসন্ন—ঠাণ্ডা—মুখে সবসময়ই একটু হাসি লেগে আছে—কিন্তু মানুষের কোনো নিগূঢ় কথার তাৎপর্য বুঝবার জন্য এ নারীটি তৈরি হয়নি। জীবনের চিত্রবিচিত্রতার তরঙ্গও এর কাছে অন্ধকার ও অবান্তর। এই আমি বুঝি।

মেয়েটি তার বাপের মতন। মার মতন হয়নি। হ'লে আমার পুব দিকের জানালাটা আমি সবসময়ই বন্ধ করে রাখতাম।

কিন্তু তবুও বাপের একটি অভ্যাস সে পায়নি। বুড়ো ভদ্রলোকের চোখ সবসময়ই চারদিকে চলতে থাকে—আমাকে হয়তো দিনের মধ্যে তিনি পঞ্চাশবার করে চোখ পাকিয়ে দেখে নেন। আমার এই মেসের ঘরটুকু—আমার এই নোংরা অসচ্ছল জীবন—এর অসংগতি দুর্গতি অপরাধ বেদনা—সমস্তই বোধ করি তিনি বুঝে গিয়েছেন।

কিন্তু মেয়েটি একবারও আমার এ জানালার দিকে তাকায় না; তাদের বাসার পাশেই যে এমন একটা মেস আছে, নোনাধরা দেয়াল, চুনকাম খসে যাচ্ছে, ইট বেরিয়ে পড়েছে, প্রাচীরে সবদিকেই শিদলে পড়ে গেছে, ভাঙা ইটের ভিতর থেকে অশ্বত্থের চারা গজাচ্ছে—এটুকু বোধ করি সে জানে।

কিন্তু তার ঘরের থেকে দশহাত দূরেই যে আমি আছি—নড়ছিচড়ছি, চুরুট টানছি, কল্পনা করছি, স্বপ্নের থেকে বাস্তব, বাস্তবের থেকে স্বপ্ন, অমৃতের থেকে মৃত্যু, মৃত্যুর থেকে মনের অমৃতে আবার দিনের মধ্যে কতবার যে যাত্রা করছি—এসবের কোনো খোঁজখবর সে রাখে না।

যদি রাখত—তাহ'লে এটা বলতে পারি—যে আমাকে ঘৃণা করত না সে। হয়তো উপেক্ষাও করত না। মানুষের জীবনের ব্যবস্থা যা আছে তা না হয়ে আমরা যে রকম চাই তাই যদি হ'ত তাহ'লে এই মেয়েটি একবার আমার জীবনের ঠিক পরিচয় লাভ করলে জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে প্রায়ই আমার সঙ্গে আলাপ চালাত; ঘুমের থেকে উঠে বলত হয়তো : 'দেখেছেন আজকের ভোরটা কি চমৎকার!' আমি হয়তো জবাব দিতাম : 'পুবের দিকটা তো আপনারাই আটকে রাখলেন! কি করে দেখব বলুন'—বলে হাসতাম নিশ্চয়ই; মেয়েটি হয়তো বিব্রত হ'ত; তারপর—কি জানি—পাঁচ মিনিটের জন্য প্রতিকারের চেষ্টাও করত সে বোধ করি। আমাকে সে ভোরের ঐশ্বর্য দেখাত। এক একবার হয়তো বলত : 'মাঝে মাঝে বড্ড অবসাদ বোধ